প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।

পরিপত্র নং-৩৬/২০১৬

তারিখঃ ১০.০৫.২০১৬খ্রিঃ

পরিপত্র

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ২৪.০৪.২০১৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১৯তম বোর্ড সভায় আলোচ্যসূচী নং-১৯.০৮ অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে সুপারিশ ও বিতরনকৃত অভিবাসন ও পুর্নবাসন ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি/পুনঃতফসিলকরণ নীতিমালা, সুদ মওকুফ নীতিমালা,ঋণ অবলোপন, এবং ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণিকরণ নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদিত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং পরিধি ও নীতি বিভাগে স্মারক নং-বি আর পি ডি(পি-১)৬৬১/১৩/২০১৪-২৪২৭,তারিখ-৩০.০৪.২০১৪ মোতাবেক আলোচ্য নীতিমালা সমূহ প্রনয়নের বিষয়টি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বিবেচ্য মর্মে নির্দেশনা প্রদান করে(সংযুক্তি-ক)।কিন্তু অসাবধনতাবশতঃ উক্ত নীতিমালা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য শাখা পর্যায়ে পরিপত্র আকারে জারী করা হয়নি।তবে শাখা ব্যবস্থাপকদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বিভিন্ন সম্মেলন/কর্মশালা/প্রশিক্ষণে মৌখিকভাবে উল্লেখিত নীতিমালা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।কিন্তু পরিপত্রের অভাবে বর্নিত নীতিমালা অদ্যাবধি শাখায় কার্যকর হয়নি।

০২। এমতাবস্থায়, সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের সদয় অবগতি ও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের লক্ষ্যে অনুমোদিত নীতিমালাটি প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক নীতিমালার ১৩ (তের) ফর্দ।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

১০.০৫.১৬

(শেখ কামাল পাশা)

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার

অনুলিপি:

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২. উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৩. মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৪. সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৫. আইটি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (বাংকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো)।

৬.সকল শাখা ব্যবস্থাপক।

৭.অফিস কপি।

সংযুক্তি --ক

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন ঢাকা।

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি/ পুনঃতফসিল সংক্রান্ত নীতিমালা।

নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন ঋণ গ্রহীতা প্রবাস থেকে ফেরত আসলে অথবা প্রবাসে সন্তোষজনক চাকুরি না পেয়ে সঠিক সময়ে কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে অথবা পূণর্বাসন ঋণের প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে ব্যাংকের সামগ্রিক ঋণ আদায় পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ঋণ মেয়াদ বৃদ্ধি ও পূণ:তফসিল নীতিমালা প্রয়োজন।

০২। ঋণ পরিশোধের মেয়াদবৃদ্ধি/ পূনঃতফসিল সংক্রান্ত নীতিমালা অভিবাসন ঋণ ও পূণর্বাসন ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

০৩। মেয়াদ বৃদ্ধি/ পূনঃতফসিলের আবেদন বিবেচনার জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী ঃ

ক) সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারার বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক পূনঃতফসিল/ঋণ পরিশোধ করার মেয়াদ বর্ধিতকরণের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে আবেদন করতে হবে ;

খ) অভিবাসন ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৫ বার এবং পূর্ণবাসন ঋণের মেয়াদ ৩ বার বৃদ্ধি করা যাবে। প্রতি বারে বর্ধিত মেয়াদ প্রাথমিক ঋণ মঞ্জুরীকালে প্রদত্ত সময়ের বেশী হবে না।

গ) অভিবাসন ঋণের ১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ঋণ স্থিতির ১০%, ২য় ও ৩য় বার মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ঋণ স্থিতির ১৫% এবং ৪র্থ ও ৫ম বার মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ২০% ডাউন পেমেন্ট জমা দিতে হবে। মেয়াদবৃদ্ধির আবেদন গ্রহণের পূর্ববর্তী ৬০দিন সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের জমাকৃত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে।

ঘ) মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনে উল্লেখিত কারন সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্তকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সুপারিশের ভিত্তিতে শাখা ব্যবস্থাপক যৌক্তিক পরিমান মেয়াদ বৃদ্ধি ও কিস্তি পূনর্নির্ধারণের জন্য সুস্পস্ট সুপারিশ করবেন ;

ঙ) ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতার/গ্যারান্টারের সম্পত্তির মূল দলিল জমা থাকলে জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য অনাদায়ী ঋণের অধিক কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে ;

চ) ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-ক) মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে।

০৪। ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষমতা ঃ

ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ব্যাংকের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন করবেন।

০৫। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ সকল ঋণ গ্রহীতার জন্য উন্মুক্ত নয়। কোন ঋণ গ্রহীতা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলেই কেবল ঐ ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া যাবে। ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপীদের কোন অবস্থাতেই মেয়াদবৃদ্ধির সুযোগ দেয়া যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

.....শাখা

..... ।

বিষয়ঃ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

০১। ঋণ গ্রহীতার নাম ঃ

০২। ঋণ কেস নং ঃ

০৩। ঋণের উদ্দেশ্য/খাত ঃ

০৪। মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমান ও তারিখঃ

০৫। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

০৬। বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ও তারিখঃ

০৭। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ঃ

০৮। কিস্তির ধরণঃ

০৯। কিস্তির পরিমান ঃ

১০। ঋণের বর্তমান হিসাব বিবরণী ঃ

বিতরণ	আদায়যোগ্য ঋণ			আদায়কৃত ঋন	অনাদায়ী কিস্তি /মেয়াদোত্তীর্ন ঋণ	স্থিতি		
ঋণ	আসল	সুদ	মোট			আসল	সুদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

১১। ডাউন পেমেন্টের পরিমান ঃ

১৩। জামানতযোগ্য সম্পত্তির মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

১৪। মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণসহ শাখার সুপারিশঃ

দ্বিতীয় কর্মকর্তা

ব্যবস্থাপক

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন ঢাকা।

সংযুক্তি --খ

সুদ মওকুফ নীতিমালা ।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণের ধরন ও বিতরন অন্যান্য বানিজ্যিক ব্যাংকের মত নয়। এছাড়া যিনি ঋন গ্রহণ করছেন তিনি দেশে না থাকায় ঋণের তদারকিতে সমস্যায় পড়তে হয়। যার জন্যে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন ঋণ গ্রহীতা প্রবাস থেকে ফেরত আসলে অথবা প্রবাসে সন্তোষজনক চাকুরি না পেয়ে সঠিক সময়ে কিস্তি চালাতে না পারলে এবং পূণর্বাসন ঋণের প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে ব্যাংকের সামগ্রিক ঋণ আদায়ের পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণের সুদ মওকুফ নীতিমালা নিম্নরুপ-

২। কোন ক্যাটাগরীর ঋণ সুদ মওকুফের আওতায় আসবে ঃ

(ক) ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে ;
(খ) চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা নিয়োগদাতা কর্তৃক হয়রানির কারনে স্বদেশে ফিরে আসার পর;
(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়ক, নদী ভাঙ্গন বা এ ধরনের দুর্দশার কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে ।

৪। সুদ মওকুফের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

ক) ঋণটি নিম্নমান, সন্দেহজনক বা মন্দ (*Sub-standard, Doubtful or Bad*) হিসেবে শ্রেনী বিন্যাসিত হতে হবে;
খ) মূল ঋণ, মামলা খরচ ও অন্যান্য খরচ মওকুফযোগ্য হবে না ;
গ) অভিবাসন ঋণ ও পূণর্বাসন ঋণ দু ক্ষেত্রেই সুদ মওকুফ আবেদন বিবেচনা করা হবে।

৫। সুদ মওকুফের সর্বোচ্চ সীমা ঃ

ক) আরোপিত সুদ থেকে *Cost of Fund recovery* নিশ্চিত করে অবশিষ্ট আরোপিত সুদ এবং অনারোপিত সুদের ১০০ % ;

৬। ডাউন পেমেন্ট ঃ

(ক) ১ম বার সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণের সময় মোট বকেয়ার কমপক্ষে ১৫% ডাউন পেমেন্ট জমা নিতে হবে ;
(খ) ২য় বার সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণের সময় মোট বকেয়ার কমপক্ষে ২০% ডাউন পেমেন্ট জমা নিতে হবে
গ) একাধিক তারিখে ডাউন পেমেন্টের টাকা জমা নেয়া যাবে। ঋণ গ্রহীতার আবেদনে সুদ মওকুফ প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ থেকে পূর্ববর্তী অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে জমাকৃত টাকা ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

৭। সুদ মওকুফ কমিটি ঃ

সুদ মওকুফ বিবেচনার জন্য প্রধান কার্যালয়ে একটি কমিটি থাকবে। কমিটির সুপারিশ ব্যতিত কোন ঋণের সুদ মওকুফ বিবেচনা করা হবে না। নিম্নে বর্ণিত ০৪ জন নির্বাহীর সমন্বয়ে গঠিত সুদ মওকুফ কমিটি দায়িত্ব পালন করবে ঃ

সভাপতি - এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (ঋণ ও অগ্রিম)
সদস্য - ভাইস প্রেসিডেন্ট/ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগীয় প্রধান (ঋণ ও অগ্রিম, ঋণ আদায় বিভাগ)
সদস্য - ভাইস প্রেসিডেন্ট/ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগীয় প্রধান (কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ)
সদস্য-সচিব - বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত উপযুক্ত প্রতিনিধি (ঋণ ও অগ্রিম এবং আদায় বিভাগ)

গঠিত কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষান্তে সুপারিশসহ বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৮। সুদ মওকুফ প্রদানের ক্ষমতা ঃ

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ঋণের সুদ।
(খ) পরিচালনা বোর্ড ঃ পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ঋণের সুদ।

৯। **সুদ মওকুফ পুনর্বিবেচনা ঃ**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন বিবেচনার ক্ষমতা পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

১০। **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ**

(ক) সুদ মওকুফ সংক্রান্ত আবেদনপত্র ;
(খ) ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু সম্পর্কে শাখা ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়ন ;
(গ) রিভিউ ফরম (পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক) ;
(ঘ) সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে আবেদনকারীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক)।

১১। **সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ পদ্ধতি ঃ**

ক) সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচিত হলে ঋণ গ্রহীতা / তাঁর পক্ষে আবেদনকারীকে মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা সর্বোচ্চ ০১ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে ;

খ) সুদ মওকুফ প্রস্তাব অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা এককালীন / পাক্ষিক / মাসিক / ত্রৈমাসিক / ষান্মাষিক কিস্তিতে পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ করবেন ;

গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ না করলে মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে ;

১২। **সুদারোপ বন্ধ রাখা ঃ**

শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা বা তাঁর পক্ষে আবেদনকারীর নিকট থেকে সুদ মওকুফের আবেদন যথানিয়মে গ্রহণ করার পরদিন থেকে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে আর সুদারোপ করা যাবে না।

১৩। মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত খাতে রক্ষিত সুদ (যদি থাকে) ডেবিট করে ঋণ হিসাব সমন্বয় করতে হবে। মওকুফকৃত সুদের পরিমান স্থগিত সুদের চেয়ে বেশী হলে স্থগিত সুদ সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট পাওনা ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশণ খাত ডেবিট করে সমন্বয় করা হবে। এক্ষেত্রে মওকুফোত্তর বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হওয়ার পর শাখা প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগে সংরক্ষিত প্রভিশণ খাতের বিপরীতে ক্রেডিট এডভাইসের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করবে। উক্ত ক্রেডিট এডভাইস পাওয়ার পর শাখা সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব সমন্বয় করবে।

১৪। সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণ এবং মওকুফ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি-এ দু'য়ের অন্তবর্তীকালীন সময়ে কোন ঋণ তামাদি হওয়ার আশংকা থাকলে সুদ মওকুফের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে।

১৫। সুদ মওকুফের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমানাদি নিরীক্ষার জন্য শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। নিরীক্ষা বিভাগ শাখা নিরীক্ষাকালে উহা পরীক্ষা করবে।

১৬। সুদ মওকুফ সকল ঋণ গ্রহীতার জন্য উন্মুক্ত কোন সুযোগ নয়। সকল ঋণ গ্রহীতাকে ঢালাওভাবে এ সুযোগ দেয়া যাবে না। ঋণ আদায়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই কেবল ক্ষেত্র বিশেষে সুদ মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন ঢাকা।

পরিশিষ্ট --ক

ঋণ হিসাবের রিভিউ ফরম

প্রথম অংশ

০১) ঋণ গ্রহীতার নাম ঃ

০২) ঋণ কেস নং ঃ

০৩) ঋণের প্রকৃতি/উদ্দেশ্য ঃ

০৪) বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ঃ

০৫) সুদ মওকুফের জন্য আবেদনের তারিখ ঃ

০৬) ঋণ সর্বশেষ কিস্তি বিতরণের তারিখ ও টাকার পরিমান ঃ

০৭) সর্বশেষ জমার তারিখ ও টাকার পরিমান ঃ

০৮) ঋণ হিসাবের অবস্থা ঃ

বিতরণকৃত ঋণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত		মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	বর্তমান অনাদায়ী	
		আসল	সুদ		আসল	সুদ

০৯) ঋণ শ্রেণীকৃত (নিম্নমান/সন্দেহজনক/ক্ষতি) হওয়ার সুত্র তারিখ ঃ

১০) ঋণের দায় বিশ্লেষণঃ-

ক) মূল ঋণ ঃ

খ) আরোপিত সুদঃ-

(১) সর্বমোট আরোপিত সুদের পরিমান ঃ

(২) সর্বশেষ সুদারোপের তারিখ ঃ

গ) অন্যান্য খরচ ঃ

ঘ) মোট দায় (ক+খ+গ) ঃ

ঙ)পরিশোধিত টাকার পরিমান ঃ

চ) স্থিতি (ঘ-ঙ) ঃ

১১) স্থগিত খাতে হিসাবভুক্ত সুদের পরিমান ঃ

১২) আনারোপিত সুদ.....হতে.....পর্যন্ত ঃ

১৩) ঋণটি তমাদী হওয়ার তারিখ ঃ

১৪) ঋণ গ্রহীতাকে চুড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে কি না।
দেয়া হয়ে থাকলে উহার তারিখ ও ফলাফল ঃ

১৫) হিসাবটি খেলাপী হওয়ার কারণ ঃ

১৬) ঋণ গ্রহীতার বর্তমান অবস্থা ঃ

১৭) স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা না থাকলে উহার কারণ ব্যাখ্যা ঃ

১৮) মামলার অবস্থা (যদি হয়ে থাকে) ঃ

ক) আদালতের নাম ঃ

খ) মোকাদ্দমা নং ও দায়েরের তারিখ ঃ

গ) মূল দাবীর পরিমান ঃ

ঘ) মামলা দায়েরের পর আদায়কৃত টাকার পরিমান ঃ

ঙ) কোর্ট কর্তৃক গ্রহীত ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১৯) সরেজমিনে তদন্তে সুদ মওকুফ যৌক্তিকতার বিষয়ে তদন্ত কর্মকতার মতামত ঃ

তদন্তকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর
(সীলমোহরসহ)

২০) সুদ মওকুফের নীতিমালার আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য ঃ সুনির্দিষ্ট সুপারিশ (সুদ মওকুফের আবেদন গ্রহনযোগ্যতার বিষয়ে মতামত এবং আরোপিত ও অনারোপিত সুদেরহার উল্লেখসহ সুদ মওকুফের সুপারিশ)

শাখা ব্যবস্থাপকের
স্বাক্ষর
(সীলমোহরসহ)

পরিশিষ্ট-"খ"

আবেদনকারীর ঘোষণাপত্র

আমি ..... পিতাঃ .....
ঠিকানাঃ .....
.....। এই মর্মে ঘোষনা করছি যে,
.....তারিখে দাখিলকৃত আমার সুদ মওকুফের আবেদনের বিষয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে তা আমি গ্রহন করতে সম্মত আছি এবং সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা আমি কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পরিশোধ - সূচী অনুযায়ী পরিশোধ করার অঙ্গীকার করছি।

তারিখঃ..... ।

স্বাক্ষর ঃ.....
নাম ঃ.....
ঠিকানা ঃ.....
..... ।

সংযুক্তি -গ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন ঢাকা।

বিষয়ঃ ঋন অবলোপন (Write off) নীতিমালা।

দেশের অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাময় প্রবাসী আয়ের খাতের সর্বপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তার গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্ব মহলে ব্যাপক সাড়া ও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই ব্যাংকটি এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জন্য ব্যাংকটি ইতোমধ্যে প্রবাসী বান্ধব কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকালে অনেক ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিমের একটি অংশের গুনগত মানহ্রাস পায় এবং এরূপ ঋণ আদায়ের অনিশ্চিয়তা দেখা দেয়। এই সকল ঋণ প্রভিশনের নিয়মে বিরূপভাবে শ্রেনী বিন্যাসিত হয় এবং বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণের পয়োজন হয়। যথাযথ পভিশনের বিপরীতে মন্দ ঋণ অবলোপন (Write off) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত একটি পদ্ধতি।

০১। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋন গ্রহীতাগণের অধিকাংশই দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। যে জন্যে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন ঋণ গ্রহীতা প্রবাস থেকে ফেরত আসলে অথবা প্রবাসে সন্তোষজনক চাকুরি না পেয়ে সঠিক সময়ে কিস্তি চালাতে না পারলে এবং পূণর্বাসন ঋণের প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে ঋণ আদায়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ সকল ঋণ স্থিতি পত্রের আকার অনাব্যশক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত করে থাকে। ব্যাংকের দাবী বহাল রেখে এ সমস্ত ঋণ অবলোপন করা হলে ব্যাংকের স্থিতিপত্র মন্দ ঋণের কুপ্রভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হবে । তাই আদায়ের সম্ভাবনা কম এমন ঋণ অবলোপনের পদক্ষেপ নেয়ার এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী।

০৩। তফসিলি ব্যাংকের অনুসরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংক না বিধায় উক্ত নীতিমালা হুবুহু অনুসরণ করা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ ও ঋণের বিপরীতে গৃহীত চার্জ ডকুমেন্ট প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রবসী কল্যাণ ব্যাংক ঋণ অবলোপনের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে।

০৪। ঋণ অবলোপন প্রক্রিয়াঃ

দায় বহাল রেখে অবলোপনঃ

(ক) কোন ঋণ গ্রহীতা প্রবাস থেকে ফেরত আসলে অথবা প্রবাসে সন্তোষজনক চাকুরি না পেয়ে সঠিক সময়ে কিস্তি চালাতে না পারলে এবং অস্তিত্বহীন ঋণ যেমন- ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতী/বন্ধকী সম্পত্তির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা, প্রকল্প পুড়ে যাওয়া বা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যৌক্তিক কারণে রেকর্ড/দলিলাদি পুড়ে বিনষ্ট হয়ে গেলে অর্থাৎ একেবারেই আদায়ের সম্ভাবনা নেই এরূপ ঋণ অবলোপন করা যাবে। এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের না করে ঋণ অবলোপন করা যাবে। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ ঋণ ব্যাংকের স্থিতিপত্র থেকে অবলোপন করা যাবে। তবে যে সকল ঋণ সন্দেহজনক (DF) অথবা মন্দ/ক্ষতি (BL) হিসাবে শ্রেনীবিন্যাসিত হয়েছে এবং ঋণের বিপরীতে ১০০% প্রভিশন সংরক্ষিত আছে এরূপ ঋণ অবলোপন করা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় কালানক্রমিক ভাবে অধিকতর পুরনো ঋণ আগে অবলোপনের জন্য বিবেচনা করা হবে।

(খ) অবলোপনকৃত ঋণ/অগ্রিম এর হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে।
(গ) অবলোপনকৃত ঋণ তামাদি হওয়ার পূর্বে অবশ্যই মামলা দায়ের করতে হবে।

০৫। অবলোপনের ক্ষমতাঃ পরিচালনা বোর্ড যে কোন অংকের ঋণ ।

০৬। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঋণ অবলোপন মানেই ঋণগ্রহীতাকে ঋণের দায় থেকে অব্যাহিত দেয়া নয়, অর্থাৎ ঋণের টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি খেলাপী হিসাবেই চিহ্নিত থাকবেন। সুতরাং অবলোপনকৃত ঋণ/অগ্রিম আদায়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

০৭। অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের লেজার/ রেকর্ড ও ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি আইনি প্রয়োজন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষার জন্য শাখায় যথাযথ ভাবে ও নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে।

০৮। হিসাব পদ্ধতি ঃ অবলোপনের জন্য অত্র ব্যাংকের কেন্দ্রীয় হিসাব , তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং বাজেটও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক হিসাব সংক্রান্ত সার্কুলার জারী করা হবে।

০৯। **সুদ চার্জ পদ্ধতিঃ** অবলোপনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের পর নতুন করে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে সুদ চার্জ করা যাবে না তবে কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা পরিশোধ করলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিসাবে সুদারোপ করতে হবে।

১০। সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-ক) মোতাবেক অবলোপনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে ।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
---------- শাখা
---------- ।

পরিশিষ্ট-ক

সন্দেহজনক/মন্দ/মেয়াদোত্তীর্ন ঋণ অবলোপনের প্রস্তাবঃ

ঋণ কেইস নং----------

০১। ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ঃ

০২। ঋণের উদ্দেশ্য ও পরিমাণ ঃ

০৩। ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের তারিখ ঃ

০৪। (ক) ঋণ গ্রহীতার জামানতকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ও মুল্য ঃ

(খ) গ্যারান্টার/ নিশ্চয়তা প্রদানকারীর জামানতকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য ঃ

০৫। মেয়াদ উত্তীর্ণ / শ্রেণীকৃত হওয়ার তারিখ ঃ

০৬। মামলা দায়ের করার তারিখ ও টাকার পরিমাণ (যদি থাকে) ঃ

০৭। ঋণ আদায় ঃ

(ক) মামলা দায়ের করার পূর্বে ঃ

(খ) ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধের শেষ তারিখ ও পরিমাণ ঃ

(গ) প্রস্তাব প্রেরণের তারিখে স্থিতি ঃ

(ঘ) ঋণের শ্রেণী বিভাগ (সন্দেহ জনক/সন্দ) ঃ

(ঙ) ঋণ আদায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

(চ) মামলার অগ্রগতির বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

(ছ) ঋণ গ্রহীতার বর্তমান আর্থিক অবস্থা ঃ

(জ)ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুও ক্ষেত্রে উত্তারাধীকারীগনের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরন ঃ

০৮। শাখার মাঠ কর্মকতার সুস্পষ্ট মন্তব্য সহ সুপারিশ ঃ

০৯। শাখা ব্যবস্থাপকের মতামতসহ সুপারিশঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন ঢাকা।

সংযুক্তি --ঘ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশন সংক্রান্ত নীতিমালা।

ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের একটি অংশ আদায় না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যে পরিমান ঋণ আদায় হবেনা তা ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত হবে। ঋণ অনাদায়ীর কারনে সম্ভাব্য ক্ষতি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উপর যাতে বিরুপ প্রভাব ফেলতে না পারে সে জন্য বার্ষিক মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। প্রভিশনের হার নির্ভর করে ঋণের *Status* এর উপর। ঋণের *Status* জানার স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ঋণের শ্রেণীকরণ। বাংলাদেশে কার্যরত প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করে থাকে।

০২। ব্যাংকের ঋণের প্রকৃতি ও পরিশোধের ধরণ বিবেচনা করে ঋণ শ্রেণীকরণের কাজ বছরে ২ বার অর্থাৎ প্রতি বছর ৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর এর স্থিতির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হবে।

০৩। **ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত মাপকাঠি (*Criteria*) ঃ** ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমকে বস্তুগত মাপকাঠি (*Objective Criteria*) এবং গুনগত মানের (*Qualitative Criteria*) ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করা হবে।

বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে (*Objective Criteria*) শ্রেণীবিন্যাসঃ

* (১) ব্যাংক কর্তৃক অভিবাসন ঋণের আওতায় প্রদত্ত ঋণ **'ক্ষুদ্র ঋণ'** হিসাবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালা নিম্নরূপঃ

ঋণ চুক্তিতে/ঋণ মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ঋণ পরিশোধিত না হলে তা **'অনিয়মিত'** বলে গন্য হবে। এরূপ ১২ মাসের অধিক কিন্তু ৩৬ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'নিম্নমান'** হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হবে, ৩৬ মাসের অধিক কিন্তু ৬০ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'সন্দেহজনক'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এবং এরূপ ৬০ মাসের উর্ধ্বে অপরিশোধিত থাকলে এটি **'মন্দ ঋণ'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(২) ব্যাংক কর্তৃক পূণর্বাসন ঋণের আওতায় ১,৫০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমকে (১) মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়কাল এবং (২) খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ও পরিমান এর ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হবে।

২(১) মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়কালের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস ঃ কোন ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঋণটি **'অনিয়মিত'** হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ঋণকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হবেঃ

ক) কোন ঋণ ১২ মাসের অধিক কিন্তু ২৪ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'নিম্নমান'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

খ) কোন ঋণ ২৪ মাসের অধিক কিন্তু ৩৬ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'সন্দেহজনক'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

গ) কোন ঋণ ৩৬ মাসের উর্ধ্বে অপরিশোধিত থাকলে এটি **'মন্দ ঋণ'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

২(২) খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ও পরিমানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস ঃ কোন ঋণ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধিত না হলে এটি **'অনিয়মিত'** হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ঋণকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হবে ঃ

ক) কোন ঋণের কিস্তি খেলাপীর পরিমান ১২ মাস বা তার অধিক কিন্তু ১৮ মাসের কম সময়ে প্রদেয় কিস্তির সমান হলে সম্পূর্ণ ঋণটি **'নিম্নমান'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

খ) কোন ঋণের কিস্তি খেলাপীর পরিমান ১৮ মাস বা তার অধিক কিন্তু ২৪ মাসের কম সময়ে প্রদেয় কিস্তির সমান হলে সম্পূর্ণ ঋণটি **'সন্দেহজনক'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

গ) কোন ঋণের কিস্তি খেলাপীর পরিমান ২৪ মাস বা তার অধিক সময়ে প্রদেয় কিস্তির সমান হলে সম্পূর্ণ ঋণটি **'কু/মন্দ ঋণ'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

গুণগত মানের ভিত্তিতে *(Qualilatitive Criteria)*শ্রেণী বিন্যাস ঃ

কোন ঋণ বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য হোক বা না হোক যদি ঐ সকল ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ দেখা দেয় তা হলে গুনগত মানের ভিত্তিতে উহা শ্রেণীবিন্যাস করা হবে।

যে সকল বিবেচনার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে উক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে বা প্রতিকূল অবস্থার কারণে ঋণ গ্রহীতার মূলধন ক্ষতিগ্রস্থ বা অন্য কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে ঋণ আদায় অনিশ্চিত হলে গুনগত মানের ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করা হবে।

উপরে বর্ণিত কোন কারণ বা অন্য কোন কারণে কোন ঋণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে তবে গুনগত মানের ভিত্তিতে উহা 'নিম্নমান' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে। তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমেও ঋণের টাকা সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধের সম্ভাবনা না থাকলে উহা **'সন্দেহজনক'** এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও ঋণ আদায়ের কোন সম্ভাবনা না থাকলে গুনগত মানের ভিত্তিতে উক্ত ঋণ **'মন্দ ঋণ'** হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হবে।

০৪। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণের ক্যাটাগরী ও শ্রেণী বিন্যাস ঃ- ঋণ শ্রেণীকরণের প্রয়োজনে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমকে ৩ ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব। যথা-

(১) ক্ষুদ্র ঋণ ঃ অভিবাসন ঋণের আওতায় প্রদত্ত ঋণকে ক্ষুদ্র ঋণ হিসাবে গন্য করা হবে। এ ধরনের ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের সময়কাল *(Objective Criteria)* এর ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে। এ ধরনের ঋণ শ্রেণী বিন্যাসের জন্য CL-2 ফরম ব্যবহার করতে হবে।

(২) এককালীন পরিশোধযোগ্য মেয়াদী ঋণ ১,৫০,০০০/- টাকার উর্ধের যে কোন ঋণ যা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে এককালীন পরিশোধযোগ্য সে সকল ঋণকে এককালীন পরিশোধযোগ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এ ধরণের ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের সময়কাল এবং গুনগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে। এ ধরনের ঋণ শ্রেণী বিন্যাসের জন্য CL-3 ফরম ব্যবহার করা হবে।

(৩) কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ ১,৫০,০০০/- টাকার উর্ধের যে কোন ঋণ যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সে সকল ঋণকে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে গন্য করতে হবে। এ ধরনের ঋণ খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ও পরিমান এবং গুনগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। এ ধরনের ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য CL-4 ফরম ব্যবহার করা হবে।

০৫। সকল ঋণের একীভুত তথ্য CL-1 এ প্রদর্শন করতে হবে এবং CL-1 পূরণের পূর্বে CL-1 এর ওয়ার্কশীট পূরণ করতে হবে।

০৫। প্রভিশন সংরক্ষণ ঃ

১) ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করা হবে ;

(ক)	(ক) মন্দ ব্যতীত অন্য সকল ঋণের (অর্থাৎ সন্দেহজনক, নিম্নমান, অনিয়মিত এবং নিয়মিত ঋণের) উপর	৫%
(খ)	মন্দ ঋণের উপর	১০০%

(২) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে (এককালীন ও কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য) ব্যাংককে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে নিম্নোক্ত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করা হবে ঃ

অশ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে	১%
নিম্নমান হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	২০%
সন্দেহজনক হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	৫০%
মন্দ বা কু-ঋণ হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	১০০%